223

ভোরের কাগজ

তারিখ OCT. 3 1999
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি চলছে

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে জা.বি. কর্তৃপক্ষ

জা.বি. প্রতিনিধি : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ভর্তি ফি নিয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে শিগগিরই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বরই সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফি গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

সূত্রমতে, গত ২৯ সেপ্টেম্বর

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর

সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আন্দোলনের নামে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত করেছে, শিক্ষকদের ক্লাসে যেতে বাধা দিয়েছে, গাড়ি চলতে দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তার নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে ঐ সকল ছাত্রদের খুঁজে বের করবেন অথবা তিনি বিভিন্ন বিভাগে, পরিবহন অফিসে চিঠি দিয়ে ঐ সকল ছাত্রছাত্রীর নাম জানতে চাইবেন বলে সূত্র জানায়।

তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে প্রক্টর অফিস থেকে চার্জশিট তৈরি করে তাদের কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হবে। পরে প্রক্টর অফিস থেকে ঐসব ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিনারি কমিটিকে বলা হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিন্ডিকেট সদস্য বৈঠকে ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে এরকম 'ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষক সমিতিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়িই নেওয়া হবে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে বলা হয়েছে। আরেক সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ঐসব ছাত্রছাত্রীকে প্রথম শোকজ নোটিশ দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে। তারা যদি আবার আন্দোলনে যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, গতকাল শনিবার সরজমিনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। গতকাল প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ব্যাংক বন্ধ থাকলেও বিশেষ ব্যবস্থায় ব্যাংক খুলে ভর্তির টাকা জমা নেওয়া হয়। আবাসিক হলগুলোতে কোনো ছাত্রছাত্রী নেই। ছাত্রছাত্রীরা হলের ভিতরে যেতে চাইলে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ১০/১৫ মিনিটের জন্য 'সিকবয়'সহ তাদেরকে ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে। গতকালও বিভিন্ন সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য। এদিকে, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১৩ অক্টোবর দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে।